দ্য মিরাকলস অফ দ্য কোরআন

মূল

শায়খ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লী আশ-শা'রাওয়ী

অনুবাদ

ডা. মো. মোকতাদিরুল হক শুভ

সূচীপত্র
ঢাকা-বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

মহান রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে বিশ্ববাসীকে সঠিক পথনির্দেশনার জন্য বহু সংখ্যক নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন এবং বিভিন্ন রাসুলের ওপর নাযিল করেছেন ১০৪টি আসমানি গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ হচ্ছে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল কোরআন। অন্যান্য নবির মতো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেউ মহান আল্লাহ মোজেজা দান করেছেন। পবিত্র কোরআন হচ্ছে এসবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মুজেজা বা মিরাকল (Miracle)। পবিত্র কোরআন শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র মহাবিশ্বের সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য পথনির্দেশ, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী এবং আলোকিতকরণের একটি অক্ষয় ও বিস্ময়কর উৎস। যে কথা মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের সুরা বাক্বারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে এভাবে উল্লেখ করেছেন: 'কোরআন মানুষের জন্য হেদায়াত ও সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।"

পবিত্র কোরআনের অন্যতম বিস্ময় বা মিরাকল হচ্ছে এটি নির্ভুল এবং সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত একটি গ্রন্থ। যে কথা সুরা বাকারার দ্বিতীয় আয়াতেই মহান আল্লাহ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন এভাবে: 'এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই।' তিনি শুধু এ ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি বরং সমগ্র মানবগোষ্ঠীর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে সুরা "বাক্বারার ২৩ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন: আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, সে বিষয়ে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মতো একটি সুরা রচনা করে নিয়ে আস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরও সঙ্গে নাও এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" এবং মানুষ যে তাঁর

এই চ্যালেঞ্জের জবাবে এ ধরনের একটি গ্রন্থ কিংবা একটি আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হবে না সে কথাও তিনি পরবর্তী আয়াতে নিশ্চিত করে ঘোষণা করেছেন। আজ অবধি পৃথিবীর কোনো মানুষই পবিত্র কোরআনের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসার সাহস করেনি। ভবিষ্যতেও কেউ এই সাহস প্রকাশ করবে না। কারণ এটি যে কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয় ও কোনো মানুষের পক্ষে এ ধরনের অন্য একটি গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয় এতদিনে বিশ্ববাসীর কাছে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। পবিত্র কোরআন যদি মানব রচিত কোনো গ্রন্থ হতো তা হলে তাতে অবশ্যই কোনো না কোনো অসামঞ্জস্য এবং অসংগতি থাকত। সে কথাও মহান আল্লাহ সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন: "এরা কি লক্ষ করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।" আরও বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগে, যখন ছাপা বা মুদ্রণশিল্প উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছে, তখন যেকোনো ছাপানো গ্রন্থে ন্যূনতম একটি হলেও মুদ্রণ প্রমাদ থাকেই। আজ অবধি একটিও মুদ্রণ প্রমাদ নেই, এমন গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। সে কারণেই হয়তো মুদ্রণশিল্পে 'ছাপাখানার শয়তান' বা 'Devil of Press' বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। তবে পবিত্র কোরআনের ক্ষেত্রে এই কথাটি সম্পূর্ণ অচল। কারণ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রেস থেকে ছাপা হওয়া পবিত্র কোরআনের কপি আমার পাঠ করার সুযোগ ঘটেছে। কোনো কপিতেই একটি মুদ্রণ প্রমাদও আমার চোখে পড়েনি। এটিও পবিত্র কোরআনের অন্যতম বিস্ময় বা মিরাকল।

পবিত্র কোরআনের আরেকটি অন্যতম বিস্ময় বা মিরাকল হচ্ছে, এটি কেয়ামত পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবেই সংরক্ষিত থাকবে। এর সংরক্ষণের দায়িত্বও মহান আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। সুরা হিজরের ৯ নম্বর আয়াতে তিনি সেই ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে: "আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হবার পর থেকে আজ অবধি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের হাফেজে কোরআনগণ পবিত্র কোরআন মুখস্ত করে তাঁদের স্মৃতিতেও তা সংরক্ষণ করে আসছেন। পবিত্র রমজান মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ মসজিদে তারাবিহর নামাজে হাফেজে কোরআন তাঁদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে নামাজ পড়াচ্ছেন। কোনো ছাপানো কোরআনের প্রয়োজনই হয় না। এমনকি বিশ শতকে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর সে দেশে যখন কোরআন মুদ্রণ, সংরক্ষণ এবং অন্য দেশ থেকে সেদেশে কোরআন নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল তখনও শোভিয়েত রাশিয়ার মুসলমানরা মুখস্ত করার মাধ্যমেই পবিত্র কোরআন সংরক্ষণ করে আসছিল। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এক বিদেশি পর্যটক তাঁর পোশাকের পকেটে গোপনে লুকিয়ে পবিত্র কোরআনের একটি কপি নিয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করেন। একদিন এক মুসলিম শিশুর আমন্ত্রণে তিনি তাদের বাসায় যান। আপ্যায়নের পর তিনি তার পাশের শিশুটিকে প্রশ্ন করেন, সে কোরআন পড়তে পারে কি-না? শিশুটি জবাব দেয়, সে কোরআন পড়তে পারে। বিদেশি পর্যটক তাঁর পকেট থেকে পবিত্র কোরআন শরিফটি বের কর খুলে একটি স্থানে আঙুল রেখে শিশুটিকে সেখান থেকে পড়তে বলেন। শিশুটি বিস্মিত হয়ে একবার পবিত্র কোরআন শরিফের দিকে, একবার তার বাবার দিকে, আর একবার দরজার দিকে তাকাতে থাকে। তার এই অবস্থা দেখে আগুন্তক পর্যটক মুখে উচ্চারণ করে বললেন এখান থেকে পড়, ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা... অমনি শিশুটি কোরআন শরীফের দিকে না তাকিয়েই পড়তে শুরু করে দেয়। তার এই অবস্থা দেখে পর্যটক হতভম্ব হয়ে গেলেন, যে শিশুটি কোরআন শরিফ দেখে পড়তে পারল না অথচ সে মুখস্ত পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে। আগুন্তক অতিথির এই অবস্থা দেখে শিশুটির বাবা বললেন, আমাদের এখানে কারো ঘরেই ছাপানো কোরআন শরিফ নেই। কারণ যদি কারো ঘরে কোরআন কিংবা কোরআনের একটি আয়াতের টুকরোও পাওয়া যায়, তাহলে পুরো পরিবারকে শাস্তি দেওয়া হয়। আমাদের এখানে কিছু কোরআনের হাফেজ আছেন। তাদের কেউ দরজি, কেউ দোকানদার, কেউ কৃষক। আমরা কাজের বাহানায় আমাদের সন্তানদের তাঁদের কাছে পাঠাই। তাঁরা মৌখিকভাবে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা নাস পর্যন্ত আমাদের বাচ্চাদের কোরআন পাঠ করে শোনান আর বাচ্চারা তা শুনে শুনেই মুখস্ত করে ফেলে। তাই তারা কোরআন দেখে পাঠ করতে পারে না। তবে মুখস্ত ঠিকই পড়তে পারে। এ ভাবেই যুগ যুগ ধরে এখানে কোরআন সংরক্ষিত হয়ে আসছে। এ কথা শুনে পর্যটক কোরআনের বিস্ময়ে বিস্মিত হয়ে পড়েন।

কোরআনের বিস্ময় বা মিরাকল বিষয়ে প্রখ্যাত মিশরীয় বিজ্ঞানী ড. রশিদ খালিফা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কম্পিউটারে কোরআনের বিশ্লেষণ নিয়ে এক চমকপ্রদ গবেষণা পরিচালনা করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। তিনি প্রাথমিকভাবে কোরআনের প্রতিটি অক্ষর যেভাবে কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে ঠিক সেভাবেই কম্পিউটারে বিন্যস্ত করেন। তারপর তিনি কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব কষতে থাকেন, কোরআনের মতো গাণিতিক বন্ধন সমৃদ্ধ অনুরূপ একটি গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য কী ধরনের শ্রম ও খসড়া প্রয়োজন? তাঁর এই গবেষণায় কম্পিউটারের দেওয়া ফলাফলে আমরা জানতে পারি– গণিতের ফর্মুলা অনুযায়ী কোরআনের মতো একটি গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য $১১৪^{১৪}$ বার অর্থাৎ প্রায় ৬.৩×১০^{২৮} বার অর্থাৎ ৬৩-এর সাথে ৩৩টি শূন্য দিলে যত হয় তত বা ৬৩ অকটিলিয়ন বার চেষ্টা করতে হবে। এতবার চেষ্টার ফলে মাত্র একবার সফলতা আসবে। অর্থাৎ রহস্যময় গাণিতিক বন্ধন সমৃদ্ধ এরকম গ্রন্থ মাত্র একবারই প্রণীত হবে। যেহেতু আমরা সেই সফলতার ফসল আল কোরআন ইতোমধ্যে পেয়ে গেছি সুতরাং বাকি সবগুলো চেষ্টাই হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ব্যর্থ হওয়ার কারণ সেগুলোর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবেই। পবিত্র কোরআনে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই।

পবিত্র কোরআনের এরকম বিস্ময় বা মিরাকল নিয়ে বহু পণ্ডিত, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী নানামাতৃক গবেষণা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তেমনি একজন মিশরীয় ইসলামি চিন্তাবিদ শায়খ মুহাম্মদ মুতাওয়াল্লী আশ-শাওয়ারি (এপ্রিল ১৫, ১৯১১–জুন ১৭, ১৯৯৮) কোরআনের বিস্ময় বা মিরাকল নিয়ে 'মুজেজাতুল কোরআন' শিরোনামে আরবি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করে পবিত্র কোরআনের বিস্ময় বা অলৌকিকত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। আশ-শাওয়ারি তাঁর আলোচনায় মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্যই সরল ও যৌক্তিক ভাষায় কোরআনের অলৌকিক প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ নথিভুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। প্রথম ভাগে তিনি অলৌকিকতার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, যাতে পবিত্র কুরআনের ভাষাগত ও অলঙ্কৃত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে লেখক পবিত্র কোরআনের মূল পাঠ থেকে অসংখ্য

অনুচ্ছেদের গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, কুরআনে সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি নাযিল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। এই প্রামাণিক ও অত্যন্ত পাঠযোগ্য গ্রন্থটি ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যে কারো পাঠ করা অপরিহার্য।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর 'দ্য মিরাকল অফ দ্য কোরআন' শিরোনামে আশ-শাওয়ারির 'মুজেজাতুল কোরআন' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ডা. মো. মোকতাদিরুল হক শুভ, যেটি সূচীপত্র-এর প্রধান নির্বাহী সাঈদ বারী গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দ পবিত্র কোরআনের মিরাকল বা অলৌকিকত্ব সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পারবেন।

অধ্যাপক ড. আবদুস সবুর খান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদকের কথা

চৌদ্দ'শ বছর আগে কোনো এক রাতে হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ওপর নাযিল হলো মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের প্রথম পাঁচটি আয়াত। মানুষ প্রথমে ভেবেছে, বিস্তৃত মরুর প্রান্তরে যে গ্রন্থ এসেছে, তা হয়তো শুধু মরুর কথাই বলবে। ক্লান্ত আরব বেদুইনের পিপাসার্ত উট নিয়ে বালুর সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার গল্পই হয়তো হবে এর মূল উপজীব্য। কিন্তু সেই অন্ধকার যুগ, যেখানে অজ্ঞানতাই ছিল প্রধান চর্চা, সেই নিকৃষ্ট সমাজে উচ্চারিত হলো কোরআনের প্রথম শব্দ 'ইকরা' (পড়)। এরপর পরবর্তী তেইশ বছর ধরে ধীরে ধীরে মহান আল্লাহ এমন এক জীবনবিধান পাঠালেন, যা আজও শাশ্বত, চিরন্তন ও বিস্ময়কর। ভাষা ও কাব্য চর্চার শীর্ষে থাকা আরব জাতির জন্য অসাধারণ ভাষালঙ্কার ও শব্দশৈলী দ্বারা সজ্জিত কুরআন নিজেই ছিল এক অসামান্য অলৌকিকতা। কিন্তু কোরআন শুধু ভাষাতেই থেমে থাকেনি। এর ভেতরে পরতে পরতে আল্লাহ মানুষকে বিস্মিত করার উপকরণ ও চিন্তার খোরাক রেখেছেন। এসব নিয়ে চিন্তা করা আমাদের মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

বইটিতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন অলৌকিকত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ববাদ, শক্তিমত্তা; নবিদের মাধ্যমে সংঘটিত বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা; কুরআনের বিভিন্ন সুরায় বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলি— ইত্যাদির অন্তর্নিহিত বার্তাকে তুলে ধরা হয়েছে। কুরআন কোনো বিজ্ঞানগ্রন্থ নয়, কিন্তু যেহেতু এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বাণী, তাই এতে যেটুকু বিজ্ঞান উল্লেখ আছে সেসব নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই সব বিজ্ঞানবিষয়ক আয়াত কীভাবে অতীতে অকল্পনীয় থাকলেও কালের

আবর্তে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্মোচিত হচ্ছে, তা এই বইতে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বোঝার সুবিধার্থে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য এই আলোচনা আরও সুস্পষ্ট, সহজ ও সাবলীল করে তোলার আকাঙ্ক্ষাই এই বইটি অনুবাদের মূল অনুঘটক। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ছায়ার মতো বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে পাশে থেকেছেন 'সূচীপত্র' প্রকাশনীর সম্মানিত প্রকাশক জনাব সাঈদ বারী। 'ধন্যবাদ'— চার অক্ষরের এই সামান্য শব্দে তাঁর অসামান্য অবদানকে বেঁধে ফেলার কোনো সুযোগ নেই।

ডা. মো. মোকতাদিরুল হক শুভ

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ ॥ ১৭-৮৮

অধ্যায়-১
অলৌকিকত্ব কী? ॥ ১৯

অধ্যায়-২
কোরআনের সাথে অন্যান্য অলৌকিকতার পার্থক্য ॥ ২৯

অধ্যায়-৩
কোরআনের ভাষার অলৌকিকতা ॥ ৩৫

অধ্যায়-৪
কোরআনের অলঙ্করণ ও বাগ্মিতা ॥ ৪১

অধ্যায়-৫
কোরআনে কি কোনো দ্বন্দ্ব আছে? ॥ ৫০

অধ্যায়-৬
কোরআন ও মহাবিশ্ব ॥ ৬০

অধ্যায়-৭
কোরআন ও অদৃশ্যের রহস্য উন্মোচন ॥ ৬৬

অধ্যায়-৮
গৌরবান্বিত আল্লাহ ॥ ৭৯

দ্বিতীয় ভাগ ॥ ৮৯-১৫৬

অধ্যায়-১
আল্লাহ ও মহাবিশ্ব ॥ ৯১

অধ্যায়-২
সন্দেহ ও অস্তিত্ব ॥ ১০১

অধ্যায়-৩
সুরা আল-কাহাফ (গুহা) সম্পর্কিত চিন্তা ॥ ১১৭

অধ্যায়-৪
আল্লাহর জ্ঞান বনাম মানুষের জ্ঞান ॥ ১২৫

অধ্যায়-৫
মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি আল্লাহর অনুযোগ ॥ ১৩৭

অধ্যায়-৬
নবির মহিমান্বিত রাতের ভ্রমণ (লায়লা আল-ইসরা ওয়াল মিরাজ) ॥ ১৪৯

তৃতীয় ভাগ ॥ ১৫৭-২০৬

অধ্যায়-১
মহাবিশ্বের একত্ববাদ ও আল্লাহর সৃষ্টি ॥ ১৫৯

অধ্যায়-২
মহাবিশ্বের লুকিয়ে থাকা শক্তি ॥ ১৭২

অধ্যায়-৩
আল্লাহর সীমাহীন ইচ্ছাশক্তি ॥ ১৮৬

অধ্যায়-৪
সুরা মারইয়াম সম্পর্কিত চিন্তা ॥ ১৯৮